Business Finance
for the Poor
in Bangladesh

নীতি সংক্ষেপ

বাংলাদেশে এমএফআই প্রদত্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ (এমই) ঋণদানের সমস্যা:

সুযোগ ও অন্তরায়

জুন ২০১৭

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নীতিনির্ধারকগণ দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নপ্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগের (এমই) ব্যাপারে যৌক্তিক কারণে অনেক বেশী আগ্রহী।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এমই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমই উন্নয়ন স্ব-নিয়োজিত এবং মজুরিভিত্তিক কাজ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখছে; এবং সম্মুখ লিংকেজ তৈরি এবং পণ্য ও কাঁচামালের বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো গতিশীল ও নমনীয় ও দ্রুত বাজারের চাহিদা এবং জোগান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বৈচিত্র্য আনার জন্য এমইগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে কাজ করে এবং জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই উদ্যোগগুলো প্রতিযোগিতা এবং বাণিজ্যিক মনোভাব বৃদ্ধিতে সহায়ক এবং অর্থনৈতিক দক্ষতা, নতুন আবিষ্কার এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতার জন্য উপকারী।

যদিও মাইক্রো এবং কটেজ উদ্যোগগুলোতে (এমসিই) গড় কর্মসংস্থানের পরিমাণ কম, কেননা এখানে সাধারণত পারিবারিক শ্রমিক অথবা উদ্যোক্তা নিজে পরিচালনা কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে, তথাপি এমসিইগুলোতে নিয়োজিত মোট কর্মজীবীর সংখ্যা বৃহৎ, মাঝারি এবং ছোট উদ্যোগে নিয়োজিত মোট শ্রমের তুলনায় অনেক বেশি।

বাংলাদেশের সকল অর্থনৈতিক স্থাপনার মধ্যে এমসিই হচ্ছে প্রায় ৮৯ শতাংশ (বিবিএস ২০১৩)। বাংলাদেশের মোট অর্থনৈতিক স্থাপনার সংখ্যা ৭.৮ মিলিয়ন (বক্স ১)। এমসিইগুলোতে গড় কর্মসংস্থান ১.৯৮ জন। যার অর্থ এমসিইগুলো মোট ১৩.৭৩ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে যা সকল উদ্যোগের মোট কর্মসংস্থানের ৫৬ শতাংশ। এই উদ্যোগগুলোর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা অনেক বেশি এবং বাংলাদেশে সাম্যতাভিত্তিক উন্নয়নের অন্যতম বাহক হিসেবে আবির্ভূত হবার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান ধারণ করে। এমসিইগুলো গ্রামীন অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং এর আধুনিকায়নে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে। এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের পথে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: এমসিইগুলো কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে? এক্ষেত্রে যথার্থ নীতিগত প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত?

বক্স-১:
মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজের সংজ্ঞা ও সংখ্যা

২০১০-এর পূর্বে বাংলাদেশের শিল্পনীতি কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ বিকাশের জন্য কোনো স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক নীতিমালা ছিল না। বাংলাদেশ শিল্পনীতি ২০১০-এ প্রথমবারের মতো কর্মচারীর সংখ্যা (অথবা সম্পদের মূল্য) ও খাতের (যেমন বাণিজ্য, উৎপাদন, সেবা) ভিত্তিতে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ও কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩-এ বিবিএস শিল্পনীতি ২০১০-এর শ্রেণীবিভাগই অনুসরণ করেছে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১৩ সালে মোট উদ্যোগের সংখ্যা হল ৭.৮২ মিলিয়ন যার মধ্যে ৬.৯৫ মিলিয়ন হল কটেজ এবং মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ।

পিকেএসএফ-এর মতে, একটি উদ্যোগ মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ হিসেবে বিবেচিত হবে যদি জমি ও ভবন ব্যতীত মালিকের সম্পদ ৪০,০০০ টাকা - ১.৫ মিলিয়ন টাকার মধ্যে থাকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের এমএফআইগুলো মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কোনো সর্বজনবিদিত সংজ্ঞা মেনে চলে না। তবে সাধারণত তারা ঋণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ চিহ্নিত করে থাকে।

উদ্যোগের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শতাংশ
কটেজ ইন্ডাস্ট্রি	৬৮,৪২,৮৮৪	৮৭.৫২
মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ	১,০৪,০০৭	১.৩৩
ছোট	৮,৫৯,৩১৮	১০.৯৯
মধ্যম	৭,১০৬	০.০৯
বৃহৎ	৫,২৫০	০.০৭
মোট	৭৮,১৮,৫৬৫	১০০

এই নীতি সংক্ষেপে আইএনএম-এর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এমই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা, বিশেষ করে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করা হয়েছে এবং এমইগুলোর উন্নয়ন এবং উত্তরণের কৌশল সুপারিশ করা হয়েছে।[১] উক্ত গবেষণায় এমইগুলো যেসব বাধার সম্মুখীন হয় তা সনাক্ত করা হয়েছে, তাদের বর্তমান আর্থিক এবং পুঁজি কাঠামো এবং বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ্যতার মাত্রা সনাক্ত করা হয়েছে এবং এমই ঋণের চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং এমইগুলোর বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ্যতা কিভাবে বাড়ানো যায় এ সংক্রান্ত নীতি প্রস্তাব করা হয়েছে। এমই অর্থায়নে ব্যাংক এবং এমএফআইদের ভূমিকা কী হতে পারে তা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এই গবেষণায়।

[১] ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম), ডিএফআইডি-এর আর্থিক সহায়তায় ব্যাংকিং ফর পুওর, বাংলাদেশ প্রোজেক্টের আওতায় ২০১৬ তে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নে সুযোগ এবং প্রতিবন্ধকতা ও নীতি সম্পর্কিত একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে।

এমই অর্থায়নের ব্যপ্ততার উপর প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এমইদের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। এমএফআইদের নেটওয়ার্ক এবং সহজ পরিচালনা ব্যবস্থার কারণে ব্যাংকের তুলনায় এমএফআইদের এমই অর্থায়নের সুযোগ বেশি। এমই ঋণে প্রবেশ্যতার ব্যপ্ততার পরিপ্রেক্ষিতে, যা পরিমাপ করা হয় এমই ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যা দিয়ে, প্রাগ্রসর সদস্য এবং পার্শ্ব-প্রবেশকারী উভয়ের জন্য এমএফআই সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং এই নীতি সংক্ষেপে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এমই অর্থায়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণায় বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়: বিভিন্ন জেলা থেকে দৈবভাবে নির্বাচিত ৬০০ এমইর কাছ থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য, মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য এবং ব্যাংক ও এমএফআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।[২] মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে আছে বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ এবং এএফআইদের বিভিন্ন প্রকাশনা ও প্রতিবেদন।

১. এমই উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা

এমইগুলো যেসব প্রতিবন্ধকতার শিকার সেগুলোকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ১. অ-আর্থিক এবং ২. আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। অ-আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছে অবকাঠামো এবং ইউটিলিটির অভাব, সময়ক্ষেপণকারী নিয়মকানুন, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা। কিন্তু, বাংলাদেশে এমই উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, যা মূলত পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবকে নির্দেশ করে। বিদ্যমান তথ্য-প্রমাণাদিও এই বিষয়টি সমর্থন করে। বাংলাদেশে অর্থায়নকে মাইক্রো, ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগের জন্য (এমএসএমই) মুখ্য প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সনাক্ত করা হয়েছে। এমসিই ঋণের পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করলেও এটি প্রতীয়মান হয়। ২০১৪ সালে বিতরণকৃত এবং অনাদায়ী ঋণের ২৮ শতাংশ হচ্ছে এমসিই এবং এই ঋণগ্রহীতার সংখ্যা মোট ঋণগ্রহীতার ৮ শতাংশ। এই আর্থিক প্রতিবন্ধকতার ধরন আরও ভালোভাবে প্রতীয়মান হয় এমইগুলোর পুঁজির আর্থিক কাঠামো পর্যালোচনা করলে।

আইএনএম ক্ষুদ্র উদ্যোগ জরিপে (২০১৬) পাওয়া যায়, মোট পুঁজির ৮৫ ভাগ নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন হচ্ছে। জরিপকৃত এমইদের পুঁজির ৪ ভাগ অর্থায়ন হচ্ছে ব্যাংক ঋণ থেকে এবং ১২ শতাংশ অর্থায়ন হচ্ছে এমএফআইদের মাধ্যমে। এটি কি আর্থিক প্রতিবন্ধকতা নির্দেশ করে? ৯০ শতাংশের অধিক এমই আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে: ১. পণ্য বাজারজাতকরণ; ২. অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা; (৩) কাঁচামালের স্বল্পতা/উচ্চমূল্য; এবং ৪. বাজারে পণ্যের কম চাহিদা। যেহেতু এমই স্থানীয় অর্থনীতির উপর বেশি নির্ভরশীল, পণ্য বাজারজাতকরণ বা পণ্যের কম চাহিদা ছোট প্রতিবন্ধক। জরিপকৃত উদ্যোক্তারা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে যেভাবে র‍্যাঙ্ক করেছে, তার ভিত্তিতে প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার মাত্রা হিসাব করা হয়েছে (চিত্র ১)। এখানে তহবিলের অভাব প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে পরিগণিত। জরিপ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, এমইগুলো তীব্র আর্থিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন।

চিত্র ১:
এমই কর্তৃক চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতার মান

টীকা: নমুনাভুক্ত উদ্যোগ প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার জন্য ১ থেকে ৫-এর মধ্যে মান দিয়েছে। মান বেশি দেওয়ার অর্থ বেশি প্রতিবন্ধক। চিত্রে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো প্রতিবন্ধকতার জন্য প্রদত্ত মানের গড়।

উৎস: আইএনএম ক্ষুদ্র উদ্যোগ জরিপ ২০১৬

[২] চাহিদা ও জোগানের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য নির্ণয় করতে হলে সর্বজনবিদিত সংজ্ঞার ভিত্তিতে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজের মোট সংখ্যা ও ঋণগ্রহীতা সম্পর্কিত তথ্য এবং মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ঋণের চাহিদা ও জোগান সম্পর্কিত তথ্য প্রয়োজন। মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজের মোট সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩, বিবিএস-এর তথ্য ব্যবহার করা হয়। মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ঋণীদের সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ঋণ-গ্রহীতাদের পপুলেশন নির্ণয় করা যায়। বাংলাদেশ মাইক্রোফাইন্যান্স সমীক্ষা ২০১৪ অনুযায়ী বাংলাদেশে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ঋণগ্রহীতাদের সংখ্যা আনুমানিক ২৬ লাখ। সবশেষে গবেষণার জন্য নমুনাটি এমন হতে হবে যেন তা ১. বিভিন্ন ধরনের এমই ঋণপ্রদানকারী এমএফআইকে প্রতিনিধিত্ব করে, ২. আঞ্চলিক বিস্তৃতিকে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করে (আঞ্চলিক বিস্তৃতি বলতে বোঝানো হয়েছে নমুনাতে সকল বিভাগ, গ্রাম ও শহরভিত্তিক উদ্যোগের উপস্থিতি। ৩. কৃষি, ব্যবসা ও উৎপাদনের মতো বৈচিত্র্যময় এমই খাত/উপখাতকে প্রতিনিধিত্ব করে। ৪. ঋণগ্রহীতা ও অ-গ্রহীতা উভয় ধরনের এমইকে প্রতিনিধিত্ব করে। উল্লিখিত শর্তগুলোর ভিত্তিতে মোট এমই এবং এর মধ্যে ঋণগ্রহীতা এমইদের সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে কয়েকটি ধাপে/স্তরে নমুনা (stratified sampling) সনাক্ত করা হয়। প্রথম ধাপে ছয়টি বিভাগ (রংপুর বিভাগটি রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) থেকে একটি করে জেলা দৈবভাবে (randomly) বাছাই করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে প্রতিটি জেলা থেকে দুটি উপজেলা দৈবভাবে বাছাই করা হয় (ব্যতিক্রম হল সিলেট ও হবিগঞ্জ সেখানে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজের বিস্তৃতির ভিত্তিতে প্রতিটি জেলা থেকে একটি উপজেলা বাছাই করা হয়)। এভাবে মোট উপজেলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২২টি। যেহেতু বিভিন্ন আকারের এমএফআই মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজকে অর্থায়ন করে থাকে, সেহেতু মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ঋণ-গ্রহীতা নির্বাচনের জন্য এমই অর্থায়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন এমএফআইকে ছোট, মাঝারি ও বড় এই তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখান থেকে দৈবভাবে মোট ১৯টি এমএফআই থেকে মোট ২২টি শাখা সনাক্ত করা হয়। তৃতীয় ধাপে, বিভিন্ন এমএফআই কর্তৃক অর্থায়িত এমইদের নির্বাচন করা হয়। সর্বশেষ, এমএফআই-এর শাখা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তার নমুনা চূড়ান্ত করা হয়। এভাবে মোট ৬০০ মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ নির্বাচন করা হয় যার মধ্যে ৪৯০টি ঋণগ্রহীতা মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ এবং ১১০টি অ-ঋণগ্রহীতা মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি শাখা থেকে ৫ জন উদ্যোক্তা নির্বাচন করা হয় যারা ঋণ নেয় নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে: সামষ্টিক এমই ঋণের চাহিদা কি ঋণদাতাদের জন্য অনেক বেশি? যদি সামষ্টিক ঋণের চাহিদা অনেক বেশি হয়, শুধুমাত্র তখনই কেন ব্যাংক এবং এমএফআই-তে এমইদের প্রবেশ্যতা এত কম এই আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক হয়। এই আলোচনাটি তখন ব্যাংক এবং এমএফআইদের জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

২. এমই ঋণের চাহিদা: চাহিদা-জোগানের ফাঁক

সিংহভাগ এমই তহবিলের অপ্রতুলতাকে উদ্যোগ উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এর অর্থ এই যে, এমইগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে যা ঋণ পেয়েছে তা থেকে তাদের ঋণের চাহিদা বেশি। নমুনা জরিপ থেকে ঋণের চাহিদা পরিমাপ করা হয়েছে। ঋণের চাহিদা প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলো অনুমিত:

- যেহেতু জরিপে মূলত কটেজ (৯৫ শতাংশ) এবং মাইক্রো উদ্যোগ (৪ শতাংশ) অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু ছোট, মাঝারি এবং বৃহৎ উদ্যোগের ঋণ চাহিদা নির্ণয় করা হয়নি।

- ২০১৩ সালের বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত অর্থনৈতিক শুমারি অনুযায়ী এমসিই মোট সংখ্যা ৬.৯৫ মিলিয়ন। ঋণ চাহিদা প্রাক্কলনের সময় এই সংখ্যাটি ধ্রুবক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং বর্তমান প্রকৃত ঋণ চাহিদা প্রাক্কলিত ঋণ চাহিদার চেয়ে বেশি হতে পারে।

বক্স-২ :
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের গড়পড়তা ঋণের চাহিদা

- নমুনা উদ্যোগগুলোর গড়পড়তা ঋণের চাহিদা হল ১১১.৪ হাজার টাকা। অপরদিকে ঋণগ্রহীতা উদ্যোক্তাদের গড়পড়তা ঋণের চাহিদা হল ১৪১ হাজার টাকা যা ঋণ অ-গ্রহীতা উদ্যোক্তাদের তুলনায় অনেক বেশী। ঋণগ্রহীতা উদ্যোক্তারা গড়পড়তা ১১৬.৯ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে পেয়ে থাকেন। সুতরাং বলা যায় যে ঋণগ্রহীতা উদ্যোক্তাদের শতকরা ১৫ ভাগ ঋণ অপূর্ণ থেকে যায়।
- প্রাথমিকভাবে গড়পড়তা ঋণের চাহিদা নির্ণয় করা হয় অর্থায়নের লভ্যতা ও উদ্যোগের আকারের সঙ্গে সম্পর্কিত করে। যেসব উদ্যোক্তারা এমএএআই-এর সদস্য তাদের ঋণের চাহিদা, যেসব উদ্যোক্তারা এমএএআই-এর সদস্য নন তাদের চাইতে অনেক বেশি। আরও লক্ষ করা যায় যে, বড় আকারের উদ্যোগে ঋণের বেশি চাহিদা রয়েছে।
- সুদের হারের সঙ্গে ঋণের চাহিদা নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। উপাত্ত বিশেষণ করে দেখা যায় যে, শতকরা ১ ভাগ সুদের হার হ্রাস পেলে ঋণের চাহিদা শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সুদের হার বাড়লে ঋণের চাহিদা কমে যায়- কিন্তু তা কমে কিছুটা নিম্নহারে। শতকরা ১ ভাগ সুদের হার বৃদ্ধি পেলে ঋণের চাহিদা শতকরা ১.৮ ভাগ হ্রাস পায়।
- উদ্যোক্তারা যতটুকু ঋণ পেয়েছে তার থেকে ঋণের চাহিদা শতকরা ২৪০ ভাগ বেশি হত যদি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের কোন সর্বোচ্চ মাত্রা না থাকত।

আইএনএম মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ সমীক্ষা, ২০১৬

মোট ঋণ চাহিদা প্রাক্কলনের জন্য নমুনাভুক্ত উদ্যোগগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১. কটেজ উদ্যোগ (মোট কর্মসংস্থান ১ থেকে ৯-এর ভিতর) এবং ২. মাইক্রো উদ্যোগ (মোট কর্মসংস্থান ১০ থেকে ২৪-এর ভিতর)। এই দুটি গ্রুপকে আবার শহর এবং গ্রাম অনুযায়ী ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের জন্য আলাদাভাবে ঋণ চাহিদা হিসেব করা হয়েছে। গড় ঋণের চাহিদাকে মোট উদ্যোগের সংখ্যা দিয়ে গুণ করে ঐ গ্রুপের মোট ঋণ চাহিদা হিসাব করা হয়েছে।

ছক ১: এমই ঋণের সামষ্টিক চাহিদা

	উদ্যোগের মোট সংখ্যা		গড় ঋণ চাহিদা (টাকা)		মোট ঋণ চাহিদা (বিলিয়ন টাকায়)		
	শহুরে	গ্রামীণ	শহুরে	গ্রামীণ	শহুরে	গ্রামীণ	মোট
কটেজ (কর্মসংস্থানের মোট সংখ্যা: ১-৯)	১,৭৩০,১৫০	৫,১১২,৭৩৪	১০৭,৭১০	১০৪,২৮৩	১৮৬.৩৫	৫৩৩.১৭	৭১৯.৫২
মাইক্রো (কর্মসংস্থানের মোট সংখ্যা: ১০-২৪)	৪১,১১২	৬২,৮৯৫	২২৮,৭৫০	১৩৩,৩৩৩	৯.৪০	৮.৩৯	১৭.৭৯
মোট							৭৩৭.৩১

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থনৈতিক শুমারি, ২০১৩ এবং আইএনএম ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা জরিপ, ২০১৬

এই গবেষণা থেকে পাওয়া যায়, ২০১৫ সালে মোট এমই ঋণের চাহিদা ছিল ৭৩৭ বিলিয়ন টাকা। এমএফআইদের অনাদায়ী এমই ঋণের পরিমাণ ছিল ১২৩.২৭ বিলিয়ন এবং ব্যাংকের এরূপ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৭৬.৬৫ বিলিয়ন টাকা। সুতরাং ২০১৫ সালে মোট এমই ঋণের জোগান ছিল ২৯৯.৯২ বিলিয়ন টাকা এবং চাহিদা-জোগান ব্যবধান ছিল ৪৩৭.৩৯ বিলিয়ন টাকা। এরূপ উচ্চ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন এমই ঋণদাতারা চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে?

কেন এমইদের ঋণ প্রবেশ্যতা এত কম?

এমইদের ঋণ প্রবেশ্যতা কেন পর্যাপ্ত নয় তা পর্যালোচনা করার জন্য এমএফআই ও ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এবং মাধ্যমিক উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

ব্যাংকে এমইদের ঋণ প্রবেশ্যতা কেন কম এ বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাদের মতামত হচ্ছে: ১. শাখা নেটওয়ার্ক খুবই সীমিত; ২. বিরাজমান জামানতভিত্তিক ঋণদান প্রথাটি এ ধরনের ঋণের জন্য উপযুক্ত নয়; ৩. এমই ঋণদানে খরচ বেশি ও ঝুঁকিপূর্ণ; ৪. বড় ও মাঝারি ঋণ প্রদান লাভজনক। তারা মনে করেন যে, এনজিও-এমএফআইদের মাধ্যমে এমইকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা যায়, তবে শর্ত হচ্ছে যে, এমআরএ এমএফআইদের মান অনুযায়ী একটি তালিকা প্রকাশ করবে এবং এমইদের জন্য সিআইবি তৈরি হবে।

অপরদিকে এমএফআইগুলো এমই ঋণ বিতরণ করে আসছে এবং তারা ঋণের পরিমান বাড়াতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাদের অসামর্থ্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল আর্থিক প্রতিবন্ধকতা। তারা উল্লেখ করেন যে, এমআরএ বিধি অনুযায়ী এমএফআইদের এমই ঋণ মোট ঋণ জেরের ৫০ শতাংশ অতিক্রম করতে পারবে না। তবে তারা বলেন যে, শুধু নিয়ন্ত্রণমূলক-প্রতিবন্ধকতা শিথিল করাই যথেষ্ট হবে না, পাশাপাশি তাদের আরও তহবিল দরকার।

এমইদের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এমএফআই সম্ভবত এমই অর্থায়নের সঠিক বাহন। বিনিময় খরচ ও বিবিধ খরচ কমানোর মাধ্যমে সর্বোচ্চ লাভ করার জন্য ব্যাংকের রয়েছে বৃহদাকার পোর্টফোলিও। ফলত: কটেজ ও এমইগুলো অর্থায়নে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সীমিত। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে বিবেচনায় নিয়ে এমই অর্থায়নে এমএফআই-এর ভূমিকা নির্দেশিত হতে পারে।

এমএফআই-এর সঙ্গে সভায়, তিন ধরনের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত হয়–কার্যক্রমগত প্রতিবন্ধকতা, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ও নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিবন্ধকতা। ৭২ শতাংশের বেশি অংশগ্রহণকারী ও এমএফআই কার্যক্রমগত ও আর্থিক প্রতিবন্ধকতাকে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করে।

কার্যক্রমগত প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো:

চিহ্নিত আর্থিক প্রতিবন্ধকতা হল:

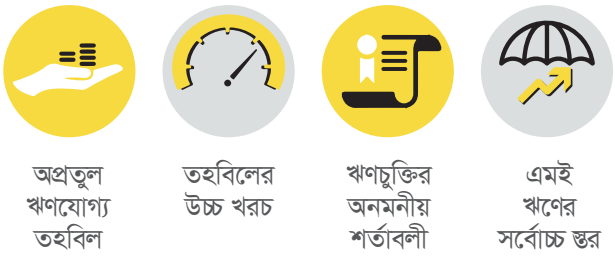

নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিবন্ধকতা থেকেও আর্থিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। প্রায় ৪৫ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন যে, এমই ঋণের আকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিবন্ধকতা থেকে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা আংশিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে। ২০১০ সালের এমআরএ বিধির তিনটি দফা এই নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিবন্ধকতার জন্য দায়ী:

i. বিধি ৩৪ অনুযায়ী তারল্য সঞ্চিতি হিসেবে এমএফআইকে সদস্য সঞ্চয়ের ১৫ শতাংশ রাখতে হবে।
ii. বিধি ২০ অনুযায়ী সঞ্চিতি তহবিলের ১০ শতাংশ এমএফআইকে জমা হিসেবে রাখতে হবে।
iii. বিধি ২৪(৩) অনুযায়ী এমই ঋণ মোট ঋণ জেরের ৫০ শতাংশ অতিক্রম করতে পারবে না।

অংশগ্রহণকারীগণ যুক্তি দেখান যে, নিয়ন্ত্রণমূলক সীমাবদ্ধতার শিথিলকরণ এমই অর্থায়নের তহবিলের জোগান বৃদ্ধি করতে অবদান রাখবে কিন্তু বিধি ২০ ও বিধি ৩৪ এমএফআই-এর তারল্য এবং আর্থিক স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন। যদিও বিধি ২৪(৩) শিথিলিকরণের সুযোগ রয়েছে কিন্তু এটা পর্যাপ্ত হবে না; তাদের অতিরিক্ত তহবিলে প্রবেশ্যতা দরকার হবে। এই অতিরিক্ত তহবিল সংগ্রহ করা সম্ভব জনসাধারণের আমানত সংগ্রহ করার মাধ্যমে। এমএফআইরা মনে করেন যে, এমআরএ বিধি ২৭(২) ও ২৮ (ই) আমানত সংগ্রহে বাধা হিসেবে কাজ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এমআরএ-এর নিম্নোক্ত তিনটি বিধি পরিবর্তনের বিষয়টি তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন :

i. বিধি ২৭ (২) অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের জামানত জের তার অনাদায়ী ঋণের ৮০%-এর অধিক হতে পারবে না।
ii. বিধি ২৮ (ই) অনুযায়ী সর্বমোট ঐচ্ছিক সঞ্চয় ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট পুঁজির ২৫%-এর বেশি হতে পারবে না।
iii. বিধি ২৯ (ই) অনুযায়ী সর্বমোট মেয়াদি সঞ্চয় ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট পুঁজির ২৫%-এর বেশি হতে পারবে না।

এমএফআইগুলো উপরোক্ত বিধিগুলোর কারণে বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়-পণ্য চালু করতে পারে না এবং সেই কারণে যথেষ্ট তহবিল সংগ্রহ করতে পারে না। এমএফআইগুলো উক্ত আলোচনা সভায় আরও জানায় যে, এমই ঋণ সংশিষ্ট কর্মীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন, যা এমই ঋণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নকে আরও শক্তিশালী করবে।

৩. এমই ঋণের অতিরিক্ত চাহিদা চিহ্নিতকরণের কৌশল

বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে, ঋণপণ্যের ধরন এবং লাভ বৃদ্ধিকরণ উদ্দেশ্যের কারণে এমইসমূহকে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকের খুব সীমিত সুযোগ রয়েছে। ব্যাংক বৃহৎ ও মাঝারি উদ্যোগ অর্থায়নের দিকে বেশি উৎসাহী এবং তারা তা চলতি পুঁজির অর্থায়নের ভিত্তিতেই করে থাকে। এমনকি যখন ব্যাংক এমইকে অর্থায়ন করে, তখন তারা মূলত এমইর উপরের স্তরকে সেবা প্রদান করে, যা কিনা ছোট উদ্যোগের খুব কাছাকাছি। এমন অবস্থায়, গ্রামীণ এমইকে অর্থায়ন করা যৌক্তিকভাবেই ব্যাংকসমূহের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষায়িত কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, তাঁদের বিশেষ পোর্টফোলিওর কারণে কৃষিখাতকে অর্থায়নে অধিক নিয়োজিত থাকে।

এমই অর্থায়নে প্রতিবন্ধকতাগুলো সামগ্রিকভাবে বোঝার লক্ষ্যে এক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নীতিমালাগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই নীতিমালাগুলো ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাহকের জন্য নির্দেশনা থাকবে তাই, একটি সামগ্রিক নীতি থাকা প্রয়োজন। আর্থিক বাজার সংক্রান্ড় নীতির ক্ষেত্রে, এটি ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক দুই ধরণের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকেই মূল্যায়ন করা উচিত; যা আবার প্রতিষ্ঠান ও বাজার-প্রেক্ষাপট থেকেও মূল্যায়ন করা উচিত।

কৌশল এক:

ব্যাংকের মাধ্যমে এমই বিনিয়োগের জন্য তহবিলের প্রবাহ বৃদ্ধি

আর্থিক সম্পদ সংহত করা এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যাংকের সক্ষমতা বেশি। উপাত্ত বিশেষণে দেখা যায় যে, ব্যাংক কটেজ ও মাইক্রো উদ্যোগকে সরাসরি অর্থায়ন করার সক্ষমতা অর্জন করেনি; মাত্র ১০ শতাংশের মতো ঋণ জের হল কটেজ ও মাইক্রো উদ্যোগ ঋণ। তথাপি, ব্যাংকের সুবিধাগুলো বিবেচনা করে কটেজ ও মাইক্রো উদ্যোগের তহবিল প্রবাহ বৃদ্ধিতে ব্যাংকের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত নীতি মালা বিশেষণ করা যেতে পারে।

- **বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ ও পুনঃ অর্থায়ন নীতিমালার পরিবর্তন:** কটেজ ও মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ ও পুনঃ অর্থায়ন নীতিমালার পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

  i. কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রতি বছর ঋণের সর্বনিম্ন মাত্রা নির্ধারণ করা ।

  ii. ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলো যেমন ১০০ ভাগ পুন অর্থায়ন সুবিধা পেয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজগুলোর ক্ষেত্রেও পুন অর্থায়ন সুবিধা থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলোতে। ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ পুন অর্থায়নের কমপক্ষে ৪০ ভাগ কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজগুলোর জন্য বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

  iii. যেহেতু কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজগুলো গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে থাকে এবং শতকরা ৯০ ভাগ অর্থনৈতিক উদ্যোগই কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ, সেহেতু কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সুদের হারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

- **গ্রামীণ সঞ্চয়কে গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগ করা:** বিনিয়োগের অন্যতম উৎস হল ব্যাংকের সঞ্চয়। উল্লেখ্য যে, গ্রামীণ advance-deposit ratio-এর মধ্যে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায় । জুন ২০১৫-তে এই অনুপাতটি ০.৩৯ পাওয়া যায় যা গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য সহায়ক নয়। গ্রামীণ বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এই ধারাটির পরিবর্তন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে :

  i. গ্রামাঞ্চলের ঋণগুলো গ্রামীণ সঞ্চয়ের দ্বারা অর্থায়ন করা যেতে পারে।

  ii. যেসব অঞ্চলে ব্যাংক সরাসরি আর্থিক সুবিধা দিতে পারবে না সেখানে ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণসুবিধা প্রদান করতে পারে।

- **'এজেন্ট ব্যাংকিং' প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ:** ডিসেম্বর ২০১৫ সালে এসএমই এসপিডির (SMESPD) প্রজ্ঞাপন ৪ এ কটেজ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে আর্থিক সেবা প্রদানের জন্য এজেন্ট ব্যাংকিং উন্নত করার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়। এই নীতিটি অনুশীলনে আছে। কিন্তু এটা আশানুরূপ কার্যকর নয়। উদ্যোগ অর্থায়নের ক্ষেত্রে, এনজিও-এমএফআইকে এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কটেজ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে অর্থায়নের জন্য এজেন্ট ব্যাংকিংকে বিশেষভাবে উন্নত ও শক্তিশালী করা উচিত। এটা করতে গিয়ে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো বিস্তারিত পরীক্ষা করে দেখা যায়।

i. লাইসেন্সকৃত এমএফআইগুলোকে আর্থিক বাজারের আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ব্যাংক এবং এনজিও-এমএফআইসমূহের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব থাকা একান্ত দরকার। এনজিও-এমএফআই কে শুধু 'গ্রাহক' হিসেবে চিহ্নিত করা উচিৎ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক বাজারের অংশ হিসেবে লাইসেন্সকৃত এনজিও-এমএফআইদের স্বীকৃতি দেখা যায়। এরকম স্বীকৃতি এবং সহযোগিতার ইতিবাচক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ব্যাংক আরও কার্যকরভাবে এনজিও-এমএফআইকে সেবা দিতে সমর্থ হবে। এটা স্বীকার্য যে, এনজিও-এমএফআই গ্রাহকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়, অন্যদিকে ব্যাংক তাদের শাখাসমূহের দ্বারপ্রান্তে আর্থিক সেবা প্রদান করে।

ii. ব্যাংকের গ্রামাঞ্চলের শাখাগুলো দক্ষ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজকে আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে।

iii. বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক গ্রামীণ অর্থনীতির সহায়ক কিছু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিংকে সহজতর করার জন্য principal-agent model-এর আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়ণ করতে পারে।

iv. এজেন্ট ব্যাংকিংকে সহজতর করার জন্য বিভিন্ন নতুন উদ্ভাবিত আর্থিক সেবা যেমন মোবাইল ব্যাংকিং এর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

v. ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য সিআইবি-র প্রতিষ্ঠা অধিক আস্থার সঙ্গে ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানকে সহজতর করবে। এরূপ সিআইবি প্রতিষ্ঠা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন।

কৌশল দুই:

পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে এমসিই অর্থায়ন বৃদ্ধি

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র অর্থায়নের প্রচারণা এবং উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, পিকেএসএফ তাদের কার্যক্রমের পরিধি পরিবর্তন করে অর্থায়ন থেকে উন্নয়ন অর্থায়নে অধিক মনোনিবেশ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র উদ্যোগের উন্নয়নের জন্য তার নীতিমালায় পরিবর্তন এনেছে। সুতরাং ব্যাংক ছাড়াও এমসিই অর্থায়ন বৃদ্ধিতে পিকেএসএফ অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে, কারণ তাদের পক্ষে এমসিই কার্যক্রম এবং এমএফআইদের কার্যকলাপ ভালোভাবে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব এবং এর জন্য তাদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। পিকেএসএফ-এর ভূমিকা এবং এমই অর্থায়নের পরিধি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে পিকেএসএফ এমই অর্থায়নের জন্য বিশেষ একটি বিভাগ চালু করতে পারে যেখানে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। এই বিশেষায়িত বিভাগটি পিকেএসএফ-এর সম্পূরক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে অথবা এটি পিকেএসএফ-এর মধ্যে বিশেষায়িত এমই তহবিল হিসেবে থাকতে পারে। সকল নিবন্ধিত এমএফআইদের এই বিশেষায়িত তহবিলে প্রবেশ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় অথবা যদি আলাদা সংস্থা তৈরি হয় তবে তার এমই তহবিলে এমএফআইদের প্রবেশ্যতা থাকা প্রয়োজন।

কৌশল তিন:

এমএফআইগুলোর আর্থিক সম্পদ সংহতকরণ

এনজিও-এমএফআইদের আরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। এমসিইসমূহের অর্থায়ন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য অধিক তহবিলের প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থাকে আখ্যায়িত করা যায় 'পুঁজির ঘাটতি' হিসেবে। এই পরিস্থিতিতে এমএফআইগুলো দুটি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে: ১. কাঙ্ক্ষিত হারের চেয়ে ধীর প্রবৃদ্ধি ২. কার্যক্রমগত ঘাটতি, যার কারণে পুঁজিবাজারে এমএফআইরা প্রবেশ্যতা পাচ্ছে না। তহবিলের বিভিন্ন উৎসের খরচ বিভিন্ন; এই পরিস্থিতিতে এমএফআইগুলো তহবিল বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি পদ্ধতি বিবেচনা করতে পারে।

- **এমএফআইদের অধিক সঞ্চয় থেকে তাদের ঋণ কার্যক্রমে অধিক অর্থায়ন:** বর্তমানে এমএফআইগণ শুধু সদস্যদের সঞ্চয় এবং মেয়াদি আমানত সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেও তারা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয় এমআরএ-এর বিধি ২৮(ই)-এর কারণে। এমএফআইদের আরও অধিক পরিমাণে সদস্য সঞ্চয় এবং মেয়াদি আমানত সংগ্রহ করতে পারা উচিত। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণে এই কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রথমত: ঋণ করে তহবিল জোগাড় করে এমই অর্থায়ন এমএফআইদের জন্য স্বনির্ভরতা তৈরিতে সহায়ক হবে না। দ্বিতীয়ত: অধিক সঞ্চয় সংগ্রহ করতে পারলে এমএফআইদের তহবিলের খরচ কমে যাবে এবং সে কারণে তারা আরও কম সুদে এমই ঋণ দিতে সক্ষম হবে। তৃতীয়ত: এমআরএ-র পক্ষে যথাযথ পরিচালনা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে, যার মাধ্যমে তারা নিবন্ধিত এমএফআইদের আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। চতুর্থত: এমএফআইগুলো তাদের ঋণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও বেশি ভূমিকা পালন করতে পারে। এইসকল যুক্তিগুলো বিবেচনায় নিয়ে এই গবেষণায় কিছু কার্যপদ্ধতির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে

  i. সঞ্চয় সংগ্রহ এবং এমই অর্থায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য এমআরএ বিধি ২৮(ই) এবং ২৯(ই) সংশোধন করতে পারে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী স্বেচ্ছা আমানত

বা মেয়াদি আমানত ইকিউটি মূলধনের ২৫ ভাগের বেশি হতে পারবে না, যা সংশোধিত হওয়া উচিত এভাবে যে "স্বেচ্ছা আমানত বা মেয়াদি আমানত অনাদায়ী ঋণের ২৫ ভাগের বেশি হতে পারবে না"। পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এই সংশোধন করা হলে এমই অর্থায়ন প্রায় ৬ গুণ বাড়ানো সম্ভব।

ii. এমএফআইরা জনগণের আমানত সংগ্রহ করতে পারে কিনা এবং এমএফআইগুলোকে নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা যায় কি না তা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এমআরএ নিরীক্ষা করে দেখতে পারে। আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং আরও ভালোভাবে আর্থিক নীতি পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য এর প্রয়োজন হবে।

iii. বিধি ২৪(৩) সংশোধন করা যেতে পারে যাতে মোট অনাদায়ী ঋণে এমই ঋণের অংশ সংক্রান্ত যে সীমা রয়েছে তা যেন আরেকটু শিথিল হয়। বর্তমানে এই সীমা দেওয়া আছে ৫০ ভাগ যা পরিবর্তন করে ৬০ ভাগ করা যেতে পারে এবং এতে দারিদ্র্য বিমোচনে আয়বর্ধক কাজে ঋণ কার্যক্রমও খুব একটা প্রভাবিত হবে না।

- **সৃজনশীল আর্থিক উপকরণে প্রবেশ্যতা:** বৈশ্বিকভাবে, তহবিল জোগাড়ের জন্য কিছু সৃজনশীল আর্থিক উপকরণ বিদ্যমান। এ ধরনের কিছু আর্থিক উপকরণ হচ্ছে: ক. ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম খ. সিকিউরিটাইজেশন গ. ঋণ উপকরণ।

  i. এমএফআইগুলো এমসিই অর্থায়নের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল জোগাড় করতে পারে। সরকারের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংক এরকম বিশেষায়িত একটি স্কিম নকশা প্রণয়ণের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করার কথা চিন্তা করতে পারে। তবে, যা প্রস্তুত করতে হবে, সেটা পণ্য নয়, বরং পদ্ধতি এবং পর্যায় ও শর্তাবলি, যা সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত হতে হবে যাতে করে ঋণ প্রদানকারী ও গ্রহীতাদের আচরণে বিচ্যুতি না ঘটে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমগুলোর ক্ষেত্রে সফল অভিজ্ঞতা সবসময় হয়নি।

  ii. সিকিউরিটাইজেশন ক্ষুদ্রঋণ বাজারে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশে ব্র্যাক তার গ্রাহকদের থেকে সিকিউরিটাইজেশনের মাধ্যমে তহবিল জোগাড় করে। এই পদ্ধতিতে এমএফআইদের পোর্টফোলিও এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে পুঁজিবাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব। ক্ষুদ্রঋণ ও আনুষ্ঠানিক ব্যাংক ঋণের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে সিকিউরিটাইজেশন বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত হওয়া বাস্তবসম্মত বলে গণ্য হতে পারে।

  iii. জমাসনদ (certificate of deposit) বা মুচলেকার (bond/debentures) মতো অন্যান্য ঋণ -উপকরণ রয়েছে যা পুঁজি বা অর্থবাজার থেকে তহবিল জোগাড়ের ঋণ-উপকরণ হিসেবে প্রচলিত। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রক্রিয়াটি কতটা ফলদায়ক হতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

কৌশল চার:

সামাজিক ইকিউটি তহবিল বৃদ্ধি

বাংলাদেশে এমএফআইগুলো অ-লাভজনক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে ইকিউটির ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, সামাজিক স্পন্সরদের দ্বারা এটি প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই এটি পরিচালনা করেন। এমতাবস্থায় এমএফআইগুলো সামাজিক সংগঠন হিসেবে সামাজিক ইকিউটি পুঁজি (social equity capital) সংগ্রহ করতে পারে। সামাজিক ইকিউটি পুঁজি সংগ্রহ করার কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে: ১. বিভিন্ন দাতা সংস্থার সামাজিক পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ; ২. ব্যাংক এবং পিকেএসএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সামাজিক পুঁজিবাজারে অংশগ্রহণ এবং ৩. সামাজিক পুঁজিবাজারে প্রবেশ্যতা (যা বর্তমানে বাংলাদেশে নেই)।

সামাজিক ইকিউটি পুঁজি সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত বিষয়। এই সংক্রান্ত নীতি যেসব পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে: ১. সামাজিক পুঁজি বাজার (Social Capital Market) বা সামাজিক পুঁজি এক্সচেঞ্জ (Social Capital Exchange) প্রতিষ্ঠা এবং ২. সামাজিক ইকিউটি তহবিলে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অবদান রাখার সুযোগ। এমএফআইদের জন্য এই বিশেষায়িত এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটি এবং এক্সচেঞ্জ কমিশন, এমআরএ, পিকেএসএফ এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করে বাস্তবতা যাচাই করতে পারে। সামাজিক ইকিউটি তহবিলে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অবদানের বিষয়টি কার্যকর করার জন্য এমআরএ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় একটি কার্যক্রম নীতিমালা প্রস্তুত করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশে 'কিভা' নামক একটি ক্ষুদ্র-ঋণদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চীনেও এই পদ্ধতিটি বেশ প্রচলিত। এটি অনলাইনভিত্তিক ঋণ আদানপ্রদানের একটি ক্ষেত্র যা সম্ভাব্য ঋণ প্রদানকারী এবং গ্রহণকারীগণ ব্যবহার করে থাকে। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এখানে অংশগ্রহণ করা যায়। তবে অনিয়ন্ত্রিত 'কিভা' ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি আর্থিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে। এই পদ্ধতিটি এমআরএ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যালোচনা করে দেখতে পারে।

কৌশল পাঁচ:

এমসিই অর্থায়নের জন্য পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন

কটেজ, ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য এমএফআইগুলোকে তাদের ঋণ পরিমাণ একক বাড়াতে হবে আবার ব্যাংককে তাদের ঋণ পরিমাণ একক কমাতে হবে। এই পরিস্থিতিতে গ্রামীণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। এধরনের বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমএফআই এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক যেমন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক-এর ভূমিকা কি হবে তাও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। এধরনের ব্যাংককে 'সামাজিক ব্যাংক' বা 'রুরাল ব্যাংক' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ লক্ষ্যটি একটি বিকল্প ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে যদি সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো পিকেএসএফ-কে কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আর্থিক সহায়তা করে। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এমআরএ-র উচিৎ ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে গ্রামীণ আর্থিক বাজারের উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সংক্রান্ত সফল নীতি কি হতে পারে তা পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা।

কৌশল ছয়:

এমএফআইকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকে রূপান্তর

প্রায় এক দশক আগে, ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকের ধারণাটি ছিল অপরিচিত। বর্তমানে, অনেক ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক বিভিন্ন দেশে পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি নেপাল, পাকিস্তান ও ভারতের মতো দক্ষিণ এশীয় দেশে এ ধরনের ব্যাংক বিদ্যমান। আফ্রিকায় এর বিস্তৃতি অনেকখানি। বলিভিয়ার মতো ল্যাটিন আমেরিকান দেশে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক আছে এবং দুই দশকের উপরে পরিচালন করছে। কিন্তু সব ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক সামাজিক সংগঠন নয়। এগুলো প্রধানত বানিজ্যিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এখানে সাধারণত দুই ধরনের মালিকানা থাকে: ব্যক্তিগত মালিকানা এবং প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা। ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক হলেও তাদের কার্যক্রমের পরিধি মাইক্রো উদ্যোগ থেকে শুরু করে ছোট এবং মাঝারি উদ্যোগ অর্থায়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রশ্ন হলো ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক কেন প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এনজিও-এমএফআই-এর কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, সক্ষমতা উন্নয়ন, এমসিই অর্থায়ন, এবং গ্রামীণ আর্থিক বাজারকে শক্তিশালী করার জন্য একটি নীতি বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এমএফআইগুলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে রূপান্তরের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে। এমএফআই কর্মকাণ্ড বাড়ানোর পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক গ্রামীণ অর্থনীতিতে কাজ করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে গ্রাম এলাকায় আরও দক্ষভাবে কাজ করতে পারবে। ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হলে কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় রাখতে হবে।

- সকল এমএফআই কি ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়া উচিত? (সম্ভবত না)
- মালিকানা ও শাসনকাঠামো কী হওয়া উচিৎ?
- এসকল ব্যাংক কি এমআরএ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত? যদি না হয়, সুদূর ভবিষ্যতে এমআরএ-র ভূমিকা কী হবে?
- ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক কি শুধু গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিচালনা করা উচিত?
- ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকের সংখ্যা কি সীমিত থাকবে?
- কিছু এমএফআইকে যদি ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকে রূপান্তর করা হয় তাহলে কি এটি আইজিএ অর্থায়ন এবং দারিদ্র্য দূরিকরণের লক্ষ্যকে প্রভাবিত করবে?

বাংলাদেশ ব্যাংক ও এমআরএ সার্বিক বিষয়গুলো পরীক্ষা করে এতদসংক্রান্ত একটি স্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করতে পারে যা সামগ্রিক কার্যক্রমকে দিকনির্দেশনা দেবে। দ্যা স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান পৃথক ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার বা কিছু এমএফআইকে ব্যাংকে রূপান্তরের একটি বিস্তারিত রূপরেখা ও নির্দেশনা প্রকাশ করেছে। এই নির্দেশিকামালা বেশ বিস্তারিত এবং মালিকানা থেকে শাসনকাঠামো পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে।

কৌশল সাত:

এমই-র জন্য অর্থায়ন বহির্ভূত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ

আলাদাভাবে শুধু অর্থায়নের মাধ্যমে এমই-র বিস্তার এবং উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এর জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন যাতে একইসঙ্গে এর ঋণসংস্থান, উৎপাদনের উপাদান এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সম্পর্কিত সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা যায়। সমন্বিত পদক্ষেপ না নিলে পরিশেষে এটি অদক্ষতা সৃষ্টি করতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে এমই উন্নয়নের জন্য সহায়ক একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে, কটেজ এবং মাইক্রো উদ্যোগগুলোকে সঠিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, অভীষ্ট গ্রুপকে সঠিকভাবে সনাক্ত করতে হবে, এমইদের মধ্যকার বৈশিষ্টগত পার্থক্যগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে, এবং তাদের উদ্যোগে সহায়তা ও আনুষঙ্গিক সেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে এমই অর্থায়ন বৃদ্ধির জন্য যে নীতিমালা প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এই নীতিমালা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় এবং কারা এই নীতিমালা বাস্তবায়নে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে তা নিম্নলিখিত সারণিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হলো।

এমই অর্থায়নের জন্য প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা

কর্মপন্থা	প্রস্তাবিত কার্যক্রম	বাস্তবায়ন মেয়াদকাল	প্রধান ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান
১. ব্যাংকের মাধ্যমে এমই বিনিয়োগের জন্য তহবিলের প্রবাহ বৃদ্ধি		স্বল্পমেয়াদি	বাংলাদেশ ব্যাংক
বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ ও পুন অর্থায়ন নীতিমালার পরিবর্তন	কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রতি বছর ঋণের সর্বনিম্ন মাত্রা নির্ধারণ করা। মোট এসএমই ঋণের ন্যূনতম ২০ ভাগ এই খাতে বিতরণ করা যেতে পারে।		
	ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ পুন অর্থায়নের কমপক্ষে ৪০ ভাগ কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজগুলোর জন্য বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।		
	কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত সুদের হারের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।		
গ্রামীণ সঞ্চয়কে গ্রামাঞ্চলে বিনিয়োগ করা	প্রণোদনা কর্মপন্থা নির্ধারণ করা, যেমন পুন অর্থায়ন, যাতে গ্রামীণ সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতেই বিনিয়োগ করা হয়।		
	যেসব অঞ্চলে ব্যাংক সরাসরি আর্থিক সুবিধা দিতে পারবে না সেখানে ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যবহার করে মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণসুবিধা প্রদান করতে পারে।		
'এজেন্ট ব্যাংকিং' প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণ	লাইসেন্সপ্রাপ্ত এমএফআইগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া		
	ব্যাংকের গ্রামাঞ্চলের শাখাগুলো দক্ষ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে কটেজ ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজকে আর্থিক সেবা প্রদান করতে পারে।		
	বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে উৎসাহিত করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক গ্রামীণ অর্থনীতির সহায়ক কিছু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করা যেতে পারে।		
	এজেন্ট ব্যাংকিংকে সহজতর করার জন্য বিভিন্ন নতুন উদ্ভাবিত আর্থিক সেবা যেমন মোবাইল ব্যাংকিংয়ের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।		
	ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য সিআইবি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে		
২. পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে সিএমই অর্থায়ন বৃদ্ধি	পিকেএসএফ এমই অর্থায়নের জন্য বিশেষ একটি বিভাগ চালু করতে পারে যেখানে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। এই বিশেষায়িত বিভাগটি পিকেএসএফ-এর সম্পূরক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে অথবা এটি পিকেএসএফ-এর মধ্যে বিশেষায়িত এমই তহবিল হিসেবে থাকতে পারে।	স্বল্প মেয়াদি	পিকেএসএফ, অর্থ মন্ত্রণালয়
	এমই অর্থায়নের জন্য সরকার প্রতিবছর বাজেটে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে পারে, যা পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে এমএফআইদের এমই ঋণের জন্য বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।		
৩. এমএফআইগুলোর আর্থিক সম্পদ সংহতকরণ		স্বল্প মেয়াদি	
এমএফআইদের অধিক সঞ্চয় থেকে তাদের ঋণ কার্যক্রমে অধিক অর্থায়ন	সঞ্চয় সংগ্রহ এবং এমই অর্থায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য এমআরএ বিধি ২৮(ই) সংশোধন করতে পারে।		এমআরএ
	এমএফআইরা জনগণের আমানত সংগ্রহ করতে পারে কি না এবং এমএফআইগুলোকে নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা যায় কি না তা বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এমআরএ নিরীক্ষা করে দেখতে পারে।		বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এমআরএ
	বিধি ২৪(৩) সংশোধন করা যেতে পারে যাতে মোট ঋন স্থিতিতে এমই ঋণের অংশ সংক্রান্ড় যে সীমা রয়েছে তা যেন আরেকটু শিথিল করা সম্ভব হয়।		এমআরএ
সৃজনশীল আর্থিক উপকরণে প্রবেশ্যতা	এমএফআইগুলো সিএমই অর্থায়নের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল জোগাড় করতে পারে।		এমআরএ, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়
	ক্ষুদ্রঋণ ও আনুষ্ঠানিক ব্যাংকঋণের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে সিকিউরিটাইজেশন বিষয়টি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।		
	জমাসনদ (certificate of deposit) বা মুচলেকার (bond/debentures) মত অন্যান্য ঋণ-উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে।		

৪. সামাজিক ইকিউটি তহবিল বৃদ্ধি	সামাজিক পুঁজিবাজার (Social Capital Market) বা সামাজিক পুঁজি এক্সচেঞ্জ (Social Capital Exchange) প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না তা পরীক্ষা করে দেখা	মধ্যম মেয়াদি	বাংলাদেশ ব্যাংক, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, এমআরএ, পিকেএসএফ
	সামাজিক ইকিউটি তহবিলে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা।		
৫. সিএমই অর্থায়নের জন্য পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন	বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এমএফআই এবং বাংলাদেশের অন্যান্য বিশেষায়িত ব্যাংক যেমন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ভূমিকা কী হবে তা পরীক্ষা করে দেখা।	মধ্যম মেয়াদি	বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ, অর্থ মন্ত্রণালয়, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন
৬. এমএফআইকে ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংকে রূপান্তর	কোন্ ধরনের এমএফআই-কে ব্যাংকে রূপান্তর করা যায় তা পরীক্ষা করা।	মধ্যম মেয়াদি	বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ
	মালিকানা ও শাসনকাঠামো নির্ধারণ করা।		
	এ ধরনের ব্যাংকের উপর এমআরএ-এর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা/ভূমিকা নির্ধারণ করা।		
	কার্য এলাকা নির্ধারণ করা, যেমন: গ্রাম বা শহর বা উভয়		
	এ ধরনের ব্যাংকের সংখ্যা নির্ধারণ করা		
	এফএফআই দের সামাজিক ভূমিকা পালনে এই পরিবর্তনের কী প্রভাব পড়তে পারে তা পরীক্ষা করা		
৭. এমই উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন বহির্ভূত পদক্ষেপ	এমএফআই এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং বাজার সংক্রান্ত তথ্যে প্রবেশ্যতা বাড়াতে হবে।	স্বল্প মেয়াদি	বাংলাদেশ সরকার, আইএনএম, বিআইবিএম
	এমইগুলোর পেছনের এবং সামনের লিংকেজগুলো সনাক্ত করতে হবে এবং সমন্বিত সেবা প্রদানের পদ্ধতি নির্ণয় করতে হবে।		
৮. ক্ষুদ্র উদ্যোগের সংজ্ঞায়ন	ঋণের পরিমাণ এবং নিয়োগকৃত জনবলের ভিত্তিতে এমই সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।	স্বল্প মেয়াদি	এমআরএ
	যেসব অর্থনৈতিক স্থাপনায় ১ থেকে ৫ জন পর্যন্ত নিয়োগকৃত তাদেরকে মাইক্রো-উদ্যোক্তা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।		
	এমই ঋণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৭০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা যায়।		

পথ নির্দেশিকা

এই গবেষণায় দুই ধরনের কৌশল প্রস্তাব করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এমই ঋণের প্রবেশ্যতা বৃদ্ধি এবং অপরটি হচ্ছে এমইদের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি। প্রস্তাবিত নীতিগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিটি নীতির সুবিধাদি আছে এবং এগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক, এমআরএ, পিকেএসএফ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গের এই নীতিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রতিটি প্রস্তাবিত কৌশলের লাভ এবং ক্ষতি বিশ্লেষণ করা দরকার। নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুযায়ী বিষয়গুলো সাজিয়ে নেওয়া যায়। আর্থিক ব্যবস্থার উপর এইসকল নীতির প্রভাব কেমন হবে তা আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা দরকার। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ঋণ ব্যবস্থা থেকে যে আলাদা করা সম্ভব নয়, এটি গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করা দরকার। একটি আরেকটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। কোন একটি অংশের জন্য যদি ভুল নীতি নেওয়া হয় তাহলে এটি ঋণদাতাদের আচরণে এবং একইসঙ্গে সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে। প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়কে একসঙ্গে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং এমআরএ-র মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন করতে হবে। অধিকন্তু, এমই অর্থায়ন বৃদ্ধি করতে হলে সমন্বিত কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে কৌশলগুলো একটি অপরটিকে বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে।

বিএফপি-বি প্রকল্প

বিএফপি-বি ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্ত ইউকেএইড-এর অর্থায়নে পরিচালিত একটি কর্মসূচি। বাংলাদেশ ব্যাংক এই কর্মসূচির বাস্তবায়নকারী সংস্থা, এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (এফআইডি)-এর কার্যনির্বাহী সংস্থা। এই কর্মসূচির সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে নাথান অ্যাসোসিয়েটস লন্ডন লিমিটেড। বিএফপি-বি একটি বহুমুখী কর্মসূচি যার লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতের সঙ্গে যুক্ত করা এবং বাংলাদেশের সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই কর্মসূচি ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাসমূহকে (এমএসইস) আর্থিক সুযোগসুবিধায় প্রবেশাধিকার দেওয়ার লক্ষ্য গ্রহণ করেছে। বর্তমানে এসকল উদ্যোক্তাসমূহ আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতসমূহের সেবার আওতায় আসতে পারে না অথবা এসব খাত থেকে পর্যাপ্ত সেবা পায় না।

বিএফপি-বি সহযোগী সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং দেশের মুদ্রা ও আর্থিক পদ্ধতির রেগুলেটরি সংস্থা। দেশের মুদ্রা ও ঋণনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান, অভ্যন্তরীণ আর্থিক বাজারের প্রসার ও উন্নয়ন, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং কাগুজে নোট মুদ্রণ ও বাজারে প্রবর্তন বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম দায়িত্ব।

www.bb.org.bd

ইউকেএইড

বিএফপি-বি প্রকল্প ব্রিটিশ সরকারের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি)-র মাধ্যমে ইউকেএইড-এর অর্থায়নে পরিচালিত। ডিএফআইডি বিশ্বব্যাপী চরম দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহীত ব্রিটিশ সরকারের কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দেয়। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অনুদান গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দূর করা, নারী এবং মেয়েশিশুর সম্ভাবনা বিকাশের প্রথকে প্রশস্ত করা এবং যে কোন জরুরি মানবিক বিপর্যয়ে জীবন রক্ষার প্রচেষ্ঠায় সহায়তা জোগানো। ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দ্বিপাক্ষিক দাতাদের মধ্যে অন্যতম।

www.gov.uk

নাথান অ্যাসোসিয়েটস লন্ডন লিমিটেড

নাথান অ্যাসোসিয়েটস লন্ডন লিমিটেড দারিদ্র্য হ্রাস করণে উদ্ভাবনামূলক কর্মসূচি প্রণয়নে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি খাতের উনড়বয়ন, ব্যবসা নীতি, পল্লী উন্নয়ন, কৃষি এবং আর্থিক ও অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করে থাকে। নাথান অ্যাসোসিয়েটস লন্ডন বিএফপি-বি প্রকল্পের অধীনে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ডিএফআইডি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত।

www.nathanlondon.co.uk

অক্সফোর্ড পলিসি ম্যানেজমেন্ট (ওপিএম)

অক্সফোর্ড পলিসি ম্যানেজমেন্ট (ওপিএম) নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে টেকসই সমাধান উদ্ভাবন এবং তার বাস্তবায়নে কৌশলগত সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ওপিএম-এর রয়েছে এই ক্ষেত্রে ১০০টিরও বেশি দেশে বিগত ৩৫ বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

www.opml.co.uk

এই নীতিসংক্ষেপ আইএনএম কর্তৃক পরিচালিত "বাংলাদেশে এমএফআই প্রদত্ত ক্ষুদ্র উদ্যোগ (এমই) ঋণদান এর সমস্যা: সুযোগ ও অন্তরায়" শীর্ষক গবেষণাপত্র থেকে সংকলিত। গবেষণাটি বিজনেস ফাইন্যান্স ফর দ্যা পুওর ইন বাংলাদেশ প্রকল্প-ডিএফআইডি-র অর্থায়নে প্রস্তুত করা হয়েছে। নীতিসংক্ষেপে অন্তর্ভুক্ত সকল মতামত গবেষকগণের নিজস্ব। এ বিষয়ে বিএফপি-বি প্রকল্প, ডিএফআইডি, আইএনএম-এর কোনো দায়িত্ব বা সংশ্লিষ্টতা নেই।

কার্যনির্বাহী সংস্থা: MoF FID

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

ব্যবস্থাপনায়: NATHAN, Oxford Policy Management

অর্থায়নে: UKaid from the British people

Contact: BFP-B, Level 5, House 13, Road 34, Gulshan 2
Dhaka 1212, Bangladesh.

Website: www.bfp-b.org